পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়

কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি

দিবাভাগে কৃষ্ণ যখন বনে গমন করেন, তখন গোপীরা তাঁদের কৃষ্ণ-বিরহ অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য যে গান করেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

গোপীগণের কৃষ্ণবিরহ ভাব এতটাই গভীর যে, তাঁদের হৃদয়ে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এইভাবে তাঁরা একত্রিত হয়ে নিম্নরূপ গান করেন—

"কৃষ্ণের সৌন্দর্য সকলেরই চিত্তাকর্ষক। তিনি যখন ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান হয়ে বেণুবাদন করেন, তখন পতিগণের সঙ্গে বিমানে বিহাররত সিদ্ধপত্নীগণ কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষিত হয়ে বাহ্য বিস্মৃত হন। ব্রজের বৃষ, ধেনু ও অন্যান্য পশুগণ আনন্দে অভিভূত হয়ে এমনভাবে স্থির হয়ে যায় যে, তাদের দন্তে ধারণ করা তৃণসমূহ অচর্বিত থেকে যায় এবং তারা চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করতে থাকে। এমন কি, অচেতন নদীগুলিও তাদের গতি নিবৃত্ত করে।"

"দেখ! কৃষ্ণ যখন নিজেকে বন্যবেশে শোভিত করেন, এবং বেণুবাদনের দ্বারা গাভীদের নাম ধরে আহ্বান করেন, তখন বৃক্ষ লতাদিরাও প্রেমে অভিভূত হয়ে রোমাঞ্চিত গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় তাদের মধু বর্ষণ করতে থাকে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে সারস, হংস ও সরোবরের অন্যান্য পক্ষীরা গভীর ধ্যানে নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করে, আকাশের মেঘরাশি বংশীধ্বনির অনুকরণে মৃদুমন্দ গর্জন করতে থাকে এবং এমন কি ইন্দ্র, শিব ও ব্রহ্মার মতো সঙ্গীত-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ববিদ্‌গণও বিস্মিত হয়ে যান। আর ঠিক আমরা গোপীরা যেমন আমাদের সমস্ত কিছু কৃষ্ণকে অর্পণ করার জন্য উদ্বিগ্ন থাকি, কৃষ্ণসার হরিণীরাও তেমনই আমাদের অনুকরণ করে কৃষ্ণের অনুগমন করতে থাকে।"

"কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করতে করতে ব্রজে ফিরে আসে, তখন ব্রহ্মাদি প্রধান দেবতারা তাঁর পাদপদ্মের পূজা করার জন্য আগমন করেন আর তাঁর সহচরগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করেন।"

এইভাবে গভীরভাবে কৃষ্ণ-বিরহ অনুভব করে গোগীগণ তাঁর লীলাসমূহ গান করেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **গোপ্যঃ**—গোপীগণ; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **বনম্**—বনে; **যাতে**—গমন করলে; **তম্**—তাঁর; **অনুদ্রুত**—অনুগত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **কৃষ্ণ-লীলাঃ**—কৃষ্ণের দিব্য লীলা; **প্রগায়ন্ত্যঃ**—উচ্চৈঃস্বরে গান করে; **নিন্যুঃ**—তাঁরা অতিবাহিত করতেন; **দুঃখেন**—দুঃখের সঙ্গে; **বাসরান্**—দিনগুলি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—কৃষ্ণ যখন বনে গমন করতেন, তখন কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ তাঁর লীলা গান করে দুঃখের সঙ্গে তাঁদের দিন অতিবাহিত করতেন।

তাৎপর্য

যদিও রাত্রিতে গোপীরা রাসনৃত্যের সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভ করতেন, কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর স্বাভাবিক কর্ম, তাঁর গোচারণের জন্য তিনি বনে গমন করতেন। সেই সময় গোপীদের মন যদিও তাঁর পিছনেও ছুটত, কিন্তু যুবতী কন্যাদের গ্রামেই থাকতে হত ও তাঁদের নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে হত। তাই বিরহযন্ত্রণা অনুভব করে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা গান করতেন।

শ্লোক ২-৩

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ

বামবাহুকৃতবামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্ ।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্
বিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ—গোপীগণ বললেন; **বাম**—বাম দিকের; **বাহু**—তাঁর বাহুর উপরে; **কৃত**—স্থাপন করে; **বাম**—বাম দিকের; **কপোলঃ**—তাঁর গাল; **বল্গিতা**—সঞ্চালন করে; **ভ্রুঃ**—তাঁর ভ্রুদ্বয়; **অধর**—তাঁর ওষ্ঠোপরে; **অর্পিত**—স্থাপিত; **বেণুম্**—তাঁর বাঁশী; **কোমল**—কোমল; **অঙ্গুলিভিঃ**—তাঁর অঙ্গুলি দ্বারা; **আশ্রিত-মার্গম্**—স্বর-রন্ধ্রের ছিদ্র সকল ধারণ করে; **গোপ্যঃ**—হে গোপীগণ; **ঈরয়তি**—ধ্বনিত করেন; **যত্র**—যেখানে; **মুকুন্দঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **ব্যোম**—আকাশে; **যান**—বিহারকারী; **বনিতাঃ**—স্ত্রীগণ; **সহ**—একযোগে; **সিদ্ধৈঃ**—সিদ্ধ দেবতাগণ; **বিস্মিতাঃ**—বিস্মিত; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **স**—সঙ্গে; **লজ্জাঃ**—লজ্জার; **কাম**—কামের; **মার্গণ**—পথে; **সমর্পিত**—সমর্পিত; **চিত্ত**—তাঁদের মন; **কশ্মলম্**—মোহিত হলেন; **যযুঃ**—বোধ করলেন; **অপস্মৃত**—বিস্মৃত; **নীব্যঃ**—তাঁদের কটিবস্ত্র।

অনুবাদ

গোপীগণ বললেন—মুকুন্দ যখন তাঁর বাম কপোল বাম বাহুমূলে বিন্যস্ত করে ওষ্ঠে বংশী স্থাপন ও কোমল অঙ্গুলি দ্বারা ছিদ্রসকল ধারণ করে, ভ্রুযুগল সঞ্চালিত করে তা ধ্বনিত করেন, তখন নিজ নিজ পতিদের সঙ্গে গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণও বিস্মিত হয়ে যান। তাঁরা তা শ্রবণ করে কামপরবশচিত্ত হয়ে নিজেদের কটিবস্ত্র স্খলিত হলেও তা অবগত না হওয়াতে লজ্জিতা হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, এই অধ্যায়টি ছোট ছোট দলে বিভক্ত বৃন্দাবনের গোপীদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে পারস্পরিক বাক্যালাপের সংকলন।

শ্লোক ৪-৫

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ ।
নন্দসূনুরয়মার্তজনানাং
নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥

হন্ত—আহা; **চিত্রম্**—বিচিত্র; **অবলাঃ**—হে কন্যাগণ; **শৃণুত**—শ্রবণ কর; **ইদম্**—এই; **হার**—(উজ্জ্বল) কণ্ঠহার সদৃশ; **হাসঃ**—যাঁর হাস্য; **উরসি**—বক্ষোপরে; **স্থির**—স্থির; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **নন্দ-সূনুঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অয়ম্**—এই; **আর্ত**—আর্ত; **জনানাম্**—জনের; **নর্ম**—আনন্দ; **দঃ**—প্রদাতা; **যর্হি**—যখন; **কূজিত**—ধ্বনিত হয়; **বেণুঃ**—তাঁর বাঁশী; **বৃন্দাশঃ**—দলে; **ব্রজ**—ব্রজের; **বৃষাঃ**—বৃষ; **মৃগ**—হরিণ; **গাবঃ**—এবং গাভীসকল; **বেণু**—বাঁশীর; **বাদ্য**—বাদনের; **হৃত**—অপহৃত; **চেতসঃ**—তাদের মন; **আরাৎ**—দূরে; **দন্ত**—তাদের দন্ত দ্বারা; **দষ্ট**—ধরে থাকা; **কবলাঃ**—মুখভর্তি খাদ্য; **ধৃত**—উত্থিত; **কর্ণাঃ**—তাদের কর্ণদ্বয়; **নিদ্রিতাঃ**—নিদ্রিত; **লিখিত**—অঙ্কিত; **চিত্রম্**—কোন চিত্র; **ইব**—যেন; **আসন্**—তারা অবস্থান করছিল।

অনুবাদ

হে অবলাগণ, আরও আশ্চর্যের বিষয় শ্রবণ কর। এই নন্দনন্দন যিনি আর্তজনের আনন্দদাতা, তাঁর বক্ষস্থলে স্থির-বিদ্যুৎকে বহন করেন আর তাঁর হাস্য রত্নহার তুল্য। তিনি যখন বেণু বাদন করেন ব্রজের বৃষ, হরিণ ও ধেনুগণের বিভিন্ন দল বহু দূর হতে সেই বংশী ধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়ে, কর্ণ উত্তোলিত করে, তাদের মুখের খাদ্য চর্বণ বন্ধ করে যেন নিদ্রিত কিম্বা চিত্রবৎ অবস্থান করতে থাকে।

তাৎপর্য

স্থির-বিদ্যুৎ শব্দটির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের বক্ষ বিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বৃন্দাবনের পশুরা যখন বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করে, তখন তারা আনন্দে অভিভূত হয়ে তাদের খাদ্য চর্বণ করা বন্ধ করে দেয়—আর গলাধঃকরণ করতে পারে না। কৃষ্ণবিরহী গোপীগণ ভগবানের বেণু-বাদনের এরূপ অসাধারণ প্রভাবে বিস্মিত হয়েছিলেন। *হার-হাস* এই যৌগিক শব্দটির মাধ্যমে ভগবান কৃষ্ণের হাস্যের সঙ্গে যে একটি হারের তুলনা করা হয়েছে। সেই বিষয়ে শ্রীল শ্রীধর স্বামী নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন—"শব্দটির অর্থ এই হতে পারে যে, তিনি, 'যাঁর হাস্য রত্ন-হারের মতো অত্যন্ত উজ্জ্বল' অথবা 'তিনি, যাঁর হাস্য তাঁর রত্নহার থেকে প্রতিফলিত হচ্ছিল' কারণ কৃষ্ণ যখন বেণুবাদন করেন, তিনি মাথাটিকে নীচু করেন ও হাসেন। শব্দটির অর্থ এমনও হতে পারে যে, 'তিনি, রত্নহারসদৃশ হাসির জ্যোতি বা দ্যুতিকে বক্ষোপরে বিকিরণ করেন' অথবা 'তিনি, যাঁর কণ্ঠহার ঠিক যেন উজ্জ্বল হাস্যের মতো দীপ্যমান'।"

শ্লোক ৬-৭

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈর্
বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈর্
গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্ ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৭ ॥

বর্হিণ—ময়ূরের; **স্তবক**—পুচ্ছের; **ধাতু**—গৈরিক ধাতু; **পলাশৈঃ**—এবং পল্লবের দ্বারা; **বদ্ধ**—সজ্জিত হয়ে; **মল্ল**—কুস্তিগীর বা যোদ্ধা; **পরিবর্হ**—বেশভূষা; **বিড়ম্বঃ**—অনুকরণ করে; **কর্হিচিৎ**—কখনও; **স-বলঃ**—বলরামের সঙ্গে; **আলি**—হে প্রিয় গোপী; **সঃ**—তিনি; **গোপৈঃ**—গোপবালকদের সঙ্গে; **গাঃ**—গাভীদের; **সমাহ্বয়তি**—আহ্বান করে; **যত্র**—যখন; **মুকুন্দঃ**—ভগবান মুকুন্দ; **তর্হি**—তখন; **ভগ্ন**—ভগ্ন; **গতয়ঃ**—তাদের গতি; **সরিতঃ**—নদীগুলি; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **তৎ**—তাঁর; **পদ-অম্বুজ**—পাদপদ্মের; **রজঃ**—ধূলিকণা; **অনিল**—বায়ু দ্বারা; **নীতম্**—আনীত; **স্পৃহয়তীঃ**—আকাঙ্ক্ষার আগ্রহে; **বয়ম্**—আমাদের; **ইব**—মতো; **অবহু**—অল্প; **পুণ্যাঃ**—পুণ্যবতী; **প্রেম**—ভগবৎ-প্রেমে; **বেপিত**—কম্পিত; **ভুজাঃ**—যাদের বাহুসমূহ (তরঙ্গ); **স্তিমিত**—নিশ্চল; **আপঃ**—জল।

অনুবাদ

হে সখি, কখনও মুকুন্দ ময়ূরপুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব দ্বারা শোভিত হয়ে মল্লগণের অনুকরণ করে বলরাম ও অন্যান্য গোপবালকের সঙ্গে বেণুবাদন করে ধেনুগণকে আহ্বান করেন, তখন নদীগুলিও অভিভূত হয়ে পবনবাহিত তাঁর চরণকমল রেণু লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাগ্রহে নিবৃত্তগতি হয়ে অবস্থান করে। কিন্তু আমাদের মতো তারাও অল্পপুণ্যা আর তাই কম্পিতকরে অপেক্ষা করে।

তাৎপর্য

গোপীরা এখানে উল্লেখ করছেন যে, কৃষ্ণের বংশীধ্বনি নদীর মতো অচেতন বস্তুকেও চেতনে পরিণত করে আনন্দে অভিভূত করে। ঠিক যেমন গোপীরা সকল সময়ে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে পারেন না, তেমনি নদীরাও ভগবানের

পাদদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যদিও তারা ভগবানকে আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু মোহাবিষ্ট অবস্থা দ্বারা তাদের গতি নিবৃত্ত হয় আর ভগবৎ প্রেমে তাদের বাহ্যরূপ তরঙ্গগুলি কম্পিত হতে থাকে।

শ্লোক ৮-১১

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত-বীর্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তীর্
বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥
দর্শনীয়তিলকো বনমালা-
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্টম্
আদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥
সরসিসারসহংসবিহঙ্গাশ্
চারুগীতহৃতচেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

অনুচরৈঃ—তাঁর সখাগণের দ্বারা; **সমনুবর্ণিত**—নিরন্তর কীর্তনকারী; **বীর্যঃ**—বীর্যবত্তা; **আদি-পুরুষঃ**—আদি পুরুষ ভগবান; **ইব**—যেন; **অচল**—অনন্ত; **ভূতিঃ**—ঐশ্বর্য; **বন**—বনে; **চরঃ**—ভ্রমণ করেন; **গিরি**—পর্বতের; **তটেষু**—পাদদেশে; **চরন্তিঃ**—বিচরণ করে; **বেণুনা**—তাঁর বংশী দ্বারা; **আহ্বয়তি**—আহ্বান করেন; **গাঃ**—গাভীদের; **সঃ**—তিনি; **যদা**—যখন; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **বনলতাঃ**—বনলতা; **তরবঃ**—এবং বৃক্ষসমূহ; **আত্মনি**—নিজেদের মধ্যে; **বিষ্ণুম্**—পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু; **ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ**—প্রকাশমান; **ইব**—যেন; **পুষ্প**—ফুল; **ফল**—এবং ফল; **আঢ্যাঃ**—পরিপূর্ণ; **প্রণত**—অবনত; **ভার**—ভার; **বিটপাঃ**—যার শাখাসমূহ; **মধু**—মধু; **ধারাঃ**—ধারা;

প্রেম—প্রীতি উচ্ছাসবশত; **হৃষ্ট**—পুলকিত; **তনবঃ**—যার দেহে; **ববৃষুঃ স্ম**—বর্ষণ করে; **দর্শনীয়**—দেখবার মতো আকর্ষণীয়; **তিলকঃ**—তিলক; **বন-মালা**—বনফুলের মালা; **দিব্য**—দিব্য; **গন্ধ**—গন্ধ; **তুলসী**—তুলসী মঞ্জরী; **মধু**—মধু; **মত্তৈঃ**—প্রমত্ত; **অলি**—ভ্রমরের; **কুলৈঃ**—কুল বা দল; **অলঘু**—গম্ভীর; **গীতম্**—গান; **অভীষ্টম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **আদ্রিয়ন্**—সাদরে গ্রহণ করে; **যর্হি**—যখন; **সন্ধিত**—স্থাপন করে; **বেণুঃ**—তাঁর বংশী; **সরসি**—সরোবরস্থিত; **সারস**—সারস; **হংস**—হংস; **বিহঙ্গাঃ**—ও অন্যান্য পক্ষীসমূহ; **চারু**—সুমধুর; **গীত**—(বংশী) গীত দ্বারা; **হৃত**—হৃত; **চেতসঃ**—চিত্ত; **এত্য**—আগমন করে; **হরিম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **উপাসত**—আরাধনা করেন; **তে**—তাঁর; **যত**—সংযত; **চিত্তাঃ**—চিত্ত; **হন্ত**—আহা; **মীলিত**—বন্ধ; **দৃশঃ**—তাদের চক্ষুদ্বয়; **ধৃত**—অবলম্বন করে; **মৌনাঃ**—মৌনভাব।

অনুবাদ

নিরন্তর তাঁর বীর্যবত্তার মহিমা কীর্তনকারী সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনে ভ্রমণ করেন। আর এইভাবে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের মতো আবির্ভূত হয়ে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যসমূহ প্রকাশ করেন। ধেনুগণ যখন গিরিতটে বিচরণ করে, তাঁর বংশী-ধ্বনির মাধ্যমে তিনি তাদের আহ্বান করেন, তখন পুষ্পফলপূর্ণ ভারাবনত শাখা যুক্ত বনলতা ও তরুসকল নিজেদের মধ্যে যেন প্রকাশমান শ্রীবিষ্ণুকে ব্যক্ত করে প্রেমপুলকিত গাত্রে মধুধারা বর্ষণ করে।

সুদর্শন পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এই কৃষ্ণ যখন বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুমত্ত ভ্রমরসমূহের অনুকূল উচ্চগীত সাদরে গ্রহণ করে স্বীয় অধরে বংশী সংযুক্ত করে তা বাদন করেন, তখন ঐ সুমধুর বংশীগীত শ্রবণে হৃতচিত্ত হয়ে সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেখানে আগমন করে একাগ্রচিত্ত, নিমীলিত নয়ন ও মৌনভাব অবলম্বন করে তাঁর নিকটে উপবেশন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোক সমষ্টির উপরে বিভিন্ন দৃষ্টান্তমূলক ভাষ্য প্রদান করেছেন। তিনি সাদৃশ্য প্রদান করেছেন যে, কোন গৃহস্থ বৈষ্ণব যেমন সংকীর্তন দলের আগমন শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে ওঠে এবং প্রণাম নিবেদন করে, ঠিক তেমনই বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাদি কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে অভিভূত হয়ে উঠে তাদের শাখাসমূহ অবনত করত। শ্লোক ১০এ *দর্শনীয় তিলক* শব্দটির মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে যে, ভগবান কেবল দর্শন মনোহারী, তাই নন, তিনি বৃন্দাবনের আকরিক মৃত্তিকা থেকে সংগৃহীত চিত্তাকর্ষক গৈরিক তিলক সজ্জাতেও নিজেকে মনোরম করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশেষভাবে বর্ণনা করেছেন যে, *তুলসী* যদিও নানাভাবে মহিমান্বিত, সাধারণত সুগন্ধি গাছ বলে তা বিবেচিত হয় না। তবুও ভোরবেলা তুলসীগাছ যে দিব্যসুবাস প্রকাশিত করে তা সাধারণ মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে না, কেবল দিব্য-ভাবসম্পন্ন মানুষই উপলব্ধি করেন। পরমেশ্বর ভগবান পরিহিত ফুল মালায় ঝাঁকে ঝাঁকে সমবেত মৌমাছিরা নিশ্চয়ই এই সৌরভ গ্রহণ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর *ভাগবত* (৩/১৫/১৯) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, তাই বৈকুণ্ঠের অতি সুগন্ধি তরুলতাও তুলসী দেবীর সেই বিশেষ গুণাবলীর সমাদর করেন।

শ্লোক ১০-এর *সঙ্কিত বেণুঃ* শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে বাঁশীটিকে তাঁর অধরে স্থাপন করেছিলেন। আর সেই বাঁশী থেকে যে সুর উৎসারিত হয়েছিল, এই অধ্যায়ে গোপীদের বর্ণনা অনুযায়ী তা পরম মনোমুগ্ধকর ধ্বনি।

শ্লোক ১২-১৩

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভিশ্
চায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥

সহবলঃ—বলরাম সহযোগে; **স্রক্**—ফুলমালা; **অবতংস**—শিরোলঙ্কার রূপে; **বিলাসঃ**—ক্রীড়াচ্ছলে ধারণ করেছিলেন; **সানুষু**—পাদদেশে; **ক্ষিতি-ভৃতঃ**—পর্বতের; **ব্রজদেব্যঃ**—হে ব্রজদেবীগণ (গোপীগণ); **হর্ষয়ন্**—আনন্দ উপভোগ করেন; **যর্হি**—যখন; **বেণু**—তাঁর বংশী; **রবেণ**—ধ্বনির দ্বারা; **জাতহর্ষঃ**—হর্ষ উৎপাদন করে; **উপরম্ভতি**—চিত্তাকর্ষক করে তোলেন; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগতকে; **মহৎ**—মহান পুরুষ; **অতিক্রমণ**—অতিক্রমণ; **শঙ্কিত**—শঙ্কায়; **চেতাঃ**—তার মনে; **মন্দ-মন্দম্**—অতি মৃদুভাবে; **অনুগর্জতি**—গর্জন করে; **মেঘঃ**—মেঘরাশি; **সুহৃদম্**—সুহৃদ; **অভ্যবর্ষৎ**—বর্ষণ করে; **সুমনোভিঃ**—পুষ্প; **ছায়য়া**—ছায়া দান করে; **চ**—এবং; **বিদধৎ**—মতো; **প্রতপত্রম্**—সূর্যতাপ থেকে রক্ষার জন্য ছত্র।

অনুবাদ

হে ব্রজদেবীগণ, কৃষ্ণ যখন ক্রীড়াচ্ছলে তাঁর চূড়ায় একটি ফুলমালা পরিধান করে বলদেবের সঙ্গে পর্বতের তটভাগে লীলাবিলাস করেন, তখন তাঁর বংশীর সকল নাদ ধ্বনিত করতে করতে সমগ্র জগতকে তিনি আনন্দময় করে তোলেন। সেই সময় নিকটস্থ মেঘরাশি মহান-ব্যক্তিত্বকে অতিক্রমণ শঙ্কায় অতি মৃদুভাবে গর্জন করে সঙ্গত করতে থাকে। মেঘরাশি তাদের প্রিয় সুহৃদ কৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করতে থাকে আর ছত্রের মতো ছায়া দান করে।

শ্লোক ১৪-১৫

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥ ১৪ ॥
সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ
শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥ ১৫ ॥

বিবিধ—বিভিন্ন; **গোপ**—গোপ; **চরণেষু**—ক্রীড়ায়; **বিদগ্ধঃ**—নিপুণ; **বেণু**—বেণু; **বাদ্যে**—বাদনে; **উরুধা**—বহু প্রকার; **নিজ**—নিজ; **শিক্ষাঃ**—শিক্ষা; **তব**—তোমার; **সুতঃ**—পুত্র; **সতী**—হে পুণ্যবতী (যশোদা); **যদা**—যখন; **অধর**—তাঁর অধরে; **বিম্বে**—লাল বিম্বফলের মতো; **দত্ত**—স্থাপন করে; **বেণুঃ**—তাঁর বাঁশি; **অনয়ৎ**—তিনি প্রকাশ করেন; **স্বর**—স্বর; **জাতীঃ**—ঐকতান; **সবনশঃ**—মন্দ, মধ্যম এবং বিভিন্ন উচ্চতানে; **তৎ**—সেই; **উপধার্য**—শ্রবণ করে; **সুরেশাঃ**—দেবশ্রেষ্ঠগণ; **শক্র**—ইন্দ্র; **শর্ব**—শিব; **পরমেষ্ঠি**—ও ব্রহ্মা; **পুরোগাঃ**—নেতৃত্বে; **কবয়ঃ**—বিদ্বজ্জন; **আনত**—অবনত; **কন্ধর**—তাঁদের স্কন্ধ; **চিত্তাঃ**—ও মন; **কশ্মলম্ যযুঃ**—তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন; **অনিশ্চিত**—নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে; **তত্ত্বাঃ**—তত্ত্ব।

অনুবাদ

হে পুণ্যবতী মা যশোদা, বিভিন্ন গোপক্রীড়ায় নিপুণ তোমার তনয় বেণুবাদনের অনেক নতুন স্বরালাপের উদ্ভাবন করেছে। সে যখন অধরবিম্বে বংশী সংযোগ করে বৈচিত্র্যময় সুরলহরীর ঐকতান প্রকাশ করে, তখন ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র প্রমুখ

দেবশ্রেষ্ঠগণও সেই ধ্বনি শ্রবণ করে বিহ্বল হয়ে পড়েন। যদিও তাঁরা বিদ্বজ্জন কিন্তু তাঁরা সেই স্বরালাপের তত্ত্ব নির্ণয় করতে পারেন না আর তাই তাঁরা তাঁদের মস্তক ও হৃদয় অবনত করেন।

তাৎপর্য

তব সুতঃ সতি অর্থাৎ "হে পুণ্যবতী, তোমার পুত্র" শব্দটি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-মহিমার বিনীত বর্ণনার সময় যুবতী গোপীদের মধ্যে মা যশোদা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, শক্রর (ইন্দ্র) নেতৃত্বে উপেন্দ্র, অগ্নি ও যমরাজ, শর্ব (শিব) নেতৃত্বে কাত্যায়নী, স্কন্দ ও গণেশ এবং পরমেষ্ঠির (ব্রহ্মা) নেতৃত্বে চতুঃস্বন কুমারগণ ও নারদ—ব্রহ্মাণ্ডের এই সর্বোত্তম সমবেত বুদ্ধিমত্তরাও পরমেশ্বর ভগবানের এই মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের যথার্থ বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হননি।

শ্লোক ১৬-১৭

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

নিজ—স্বয়ং তাঁর; **পদ-অব্জ**—পাদপদ্মের; **দলৈঃ**—ফুলের পাপড়ির মতো; **ধ্বজ**—পতাকা; **বজ্র**—বজ্র; **নীরজ**—পদ্ম; **অঙ্কুশ**—অঙ্কুশ; **বিচিত্র**—বিচিত্র; **ললামৈঃ**—চিহ্ন দ্বারা; **ব্রজ**—ব্রজের; **ভুবঃ**—ভূমি; **শময়ন্**—উপশম করে; **খুর**—গরুর খুর থেকে; **তোদম্**—ব্যথার; **বর্ষ্ম**—তাঁর দেহ; **ধুর্য**—হাতীর; **গতিঃ**—গতি; **ঈড়িত**—নিনাদিত; **বেণুঃ**—বেণু; **ব্রজতি**—তিনি পাদচারণা করেন; **তেন**—সেজন্য; **বয়ম্**—আমরা; **স-বিলাস**—স-বিলাস; **বীক্ষণ**—তাঁর দৃষ্টিপাতে; **অর্পিত**—অর্পিত হওয়ায়; **মনঃ-ভব**—কামের; **বেগাঃ**—বেগ; **কুজ**—এই বৃক্ষের; **গতিম্**—দশা; **গমিতা**—প্রাপ্ত হয়ে; **ন বিদামঃ**—আমরা জানতে পারি না; **কশ্মলেন**—আমাদের মোহিত অবস্থার জন্য; **কবরম্**—কেশবন্ধন; **বসনম্**—পরিধেয়; **বা**—বা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ যখন বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত নিজ পাদপদ্ম দ্বারা গাভীদের খুরাক্রমণ জনিত ব্রজভূমির বেদনার উপশম করে, বেণুবাদন সহকারে গজেন্দ্র মন্থরভাবে গমন করেন, তখন তাঁর স-বিলাস দৃষ্টিপাতে আমরা সখীরা কাম দ্বারা তাড়িত হওয়ায় বৃক্ষের মতো জড় দশা প্রাপ্ত হয়ে জানতেও পারি না যে, আমাদের কেশ ও বসন স্খলিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের প্রণয়াসক্তির গোপন বর্ণনায়, তাঁদের সঙ্গে মা যশোদা ছিলেন না। শ্রীল জীব গোস্বামী ও আচার্যগণের বর্ণনা থেকে পরিষ্কার যে, এই অধ্যায়ের কথাগুলি বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে বলা হয়েছিল। এটাই স্বাভাবিক, কারণ গোপীরা দিবা রাত্র সকল সময়ে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকতেন।

শ্লোক ১৮-১৯

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮ ॥
ক্বণিত বেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯ ॥

মণি—মণিমালা; **ধরঃ**—ধারণকারী; **ক্বচিৎ**—কোন স্থানে; **আগণয়ন্**—গণনা করতে করতে; **গাঃ**—গাভীদের; **মালয়া**—মালায়; **দয়িত**—তাঁর প্রিয়; **গন্ধ**—গন্ধযুক্ত; **তুলস্যাঃ**—তুলসীর মালায়; **প্রণয়িনঃ**—প্রণয়ী; **অনুচরস্য**—সহচরী; **কদা**—কখনও; **অংসে**—স্কন্ধে; **প্রক্ষিপন্**—অর্পণ করে; **ভুজম্**—তাঁর বাহু; **অগায়ত**—গান করেন; **যত্র**—যখন; **ক্বণিত**—ধ্বনিত; **বেণু**—তাঁর বাঁশীর; **রব**—শব্দের দ্বারা; **বঞ্চিত**—অপহৃত; **চিত্তাঃ**—চিত্তা; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ; **অন্বসত**—সমীপে উপবেশন করে; **কৃষ্ণ**—কৃষ্ণসার হরিণের; **গৃহিণ্যঃ**—পত্নীগণ; **গুণ-গণ**—সমস্ত চিন্ময় গুণাবলীর; **অর্ণম্**—সমুদ্র; **অনুগত্য**—অনুবর্তিনী; **হরিণ্যঃ**—হরিণীগণ; **বিমুক্ত**—পরিত্যাগ করে; **গৃহ**—গৃহ ও পরিবারের; **আশাঃ**—আশা।

অনুবাদ

কৃষ্ণ এখন কোথাও দাঁড়িয়ে গ্রথিত মণিমালায় তাঁর গাভীদের গণনা করছেন। তিনি তাঁর অতিশয় প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসী মঞ্জরীর মালা পরিধান করে তাঁর কোন প্রিয় গোপবালকের স্কন্ধে ভুজভার অর্পণ করে বেণুবাদন করলে তা কৃষ্ণসার হরিণ-পত্নীদের আকর্ষণ করে, আর তারা গোপীদের মতোই গৃহাভিলাষ পরিত্যাগ করে গুণসাগর শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হয়ে উপবেশন করে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, অপরাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নব-বস্ত্র পরিধান করে গাভীদের গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করতে বেরিয়ে পড়তেন। বৃন্দাবনের দিব্য গাভীদের সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করেছেন—"শ্বেত, রক্ত, শ্যাম ও পীত, এই চারটি বর্ণ অনুসারে গাভীদের পঁচিশটি উপবিভাজন ছিল আর সব মিলিয়ে একশ রকম বর্ণের গাভী ছিল। এছাড়া আরও আটটি শ্রেণীর গাভী ছিল যারা চন্দন তিলকের মতো চিত্রিত কিম্বা মাথা ছিল মৃদঙ্গের মতো আকার। বর্ণ ও আকার দ্বারা বিশিষ্ট এই ১০৮ ধরনের গাভীদের গণনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ১০৮টি রত্ন গ্রথিত মালা ব্যবহার করতেন।

"এইভাবে কৃষ্ণ যখন আহ্বান করতেন 'হে ধবলী' (শুক্ল বর্ণের গাভীর নাম), তখন সমস্ত শুক্ল বর্ণ শ্রেণীর গাভীরা চলে আসত। রক্তবর্ণ গাভীদের নাম ছিল আরুণি, কুঙ্কুম, সরস্বতী ইত্যাদি, শ্যামবর্ণের গাভীদের নাম ছিল শ্যামলা, ধূমলা, যমুনা ইত্যাদি, এবং পীত বর্ণের গাভীদের নাম ছিল পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকা ইত্যাদি। কপালে তিলক-চিহ্নিত শ্রেণীর গাভীদের ডাকা হত চিত্রিতা, চিত্র-তিলকা, দীর্ঘ-তিলকা, এবং তির্যক-তিলকা। মৃদঙ্গমুখী, সিংহমুখী ইত্যাদি নামেও পরিচিত আরও শ্রেণী রয়েছে।

"এইভাবে তাদের নাম ধরে ডাকা হলে গাভীরা এগিয়ে আসত আর কৃষ্ণও ভাবতেন যে, বন থেকে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে কাউকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাই তিনি তাঁর মণিমালায় তাদের গণনা করতেন।"

শ্লোক ২০-২১

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্ ।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০ ॥

মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্মলয়জস্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ২১ ॥

কুন্দ—কুন্দ ফুলের; **দাম**—মালায়; **কৃত**—সহকারে; **কৌতুক**—কৌতুক; **বেষঃ**—অলঙ্কৃত হয়ে; **গোপ**—গোপবালকদের দ্বারা; **গোধন**—এবং গাভীগণ; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত; **যমুনায়াম্**—যমুনায়; **নন্দ-সূনুঃ**—নন্দ মহারাজের পুত্র; **অনঘে**—হে শুদ্ধশীলে; **তব**—তোমার; **বৎসঃ**—পুত্র; **নর্মদঃ**—হর্ষ উৎপাদন করতে করতে; **প্রণয়িনাম্**—প্রণয়ীদের; **বিজহার**—বিহার করেন; **মন্দ**—মৃদু; **বায়ুঃ**—বায়ু; **উপবাতি**—প্রবাহিত হচ্ছিল; **অনুকূলম্**—অনুকূলে; **মানয়ন্**—মান্যতা প্রদর্শন করে; **মলয়জ**—চন্দনের (গন্ধের); **স্পর্শেন**—স্পর্শে; **বন্দিনঃ**—বন্দনা করে; **তম্**—তাঁর; **উপদেব-গণাঃ**—গন্ধর্বাদি উপদেবতাগণ; **যে**—যে; **বাদ্য**—বাদ্য; **গীত**—গীত; **বলিভিঃ**—ও উপচারে; **পরিবব্রুঃ**—পরিবৃত করে।

অনুবাদ

হে শুদ্ধশীলে, যশোদা, তোমার প্রিয় বৎস, নন্দনন্দন কুন্দ-কুসুম-মাল্যে তাঁর আনন্দময় শোভাবর্ধন করে গোপ ও গোধনসমূহ সঙ্গে প্রণয়ীগণের হর্ষ উৎপাদন করতে করতে যমুনা তটে বিহার করছে। মৃদুমন্দ বায়ু চন্দন সৌরভ দ্বারা তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করছে আর বিভিন্ন উপদেবতাগণ চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হয়ে তাদের গীত বাদ্য ও শ্রদ্ধার্ঘে তাঁর স্তুতি নিবেদন করছে।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, গোপীগণ পুনরায় ব্রজরাণী মা যশোদার উঠোনে উপস্থিত হয়েছেন। সারাদিন গোচারণ ও বিহার করে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ফিরে আসা বর্ণনা করে তাঁরা মা যশোদাকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, এখানে উপদেবতা বলতে গন্ধর্বগণকে বোঝানো হয়েছে, যারা তাদের দিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যে বিখ্যাত।

শ্লোক ২২-২৩

বৎসলো ব্রজগবাং যদগগ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তিঃ ॥ ২২ ॥

উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনাম্
উন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্ ।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূড়ুরাজঃ ॥ ২৩ ॥

বৎসলঃ—হিতকারী; **ব্রজ-গবাম্**—ব্রজের গাভীদের; **যৎ**—জন্য; **অগ**—পর্বত; **ধ্রঃ**—ধারণ করেছিলেন; **বন্দ্যমান**—পূজিত হন; **চরণঃ**—তাঁর পাদপদ্মদ্বয়; **পথি**—পথে; **বৃদ্ধৈঃ**—উন্নত দেবতাগণ; **কৃৎস্ন**—সমগ্র; **গো-ধনম্**—গো-সম্পদকে; **উপোহ্য**—একত্র করে; **দিন**—দিনের; **অন্তে**—শেষে; **গীত-বেণুঃ**—তাঁর বেণু বাদন করতে করতে; **অনুগ**—তাঁর অনুচরগণ দ্বারা; **ঈড়িত**—স্তুত; **কীর্তিঃ**—তাঁর মহিমা; **উৎসবম্**—উৎসব; **শ্রম**—পরিশ্রান্ত; **রুচা**—রঞ্জিত; **অপি**—তথাপি; **দৃশীনাম্**—নয়নের; **উন্নয়ন্**—আনন্দ বৃদ্ধি করছেন; **খুর**—(গরুর) খুর হতে; **রজঃ**—ধুলি; **চুরিত**—চূর্ণ; **স্রক্**—তাঁর মালা; **দিৎসয়া**—মনোরথ প্রদানের জন্য; **এতি**—তিনি আগমন করছেন; **সুহৃৎ**—তাঁর সুহৃদগণের; **আশিষঃ**—তাদের বাসনায়; **এষঃ**—এই; **দেবকী**—মা যশোদার; **জঠর**—জঠর; **ভূঃ**—জাত; **উড়ুরাজঃ**—চন্দ্র স্বরূপ।

অনুবাদ

ব্রজের গোসমূহের প্রতি পরম প্রীতিবশত কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। দিনের শেষে তাঁর গোসমূহকে একত্রিত করে তিনি বেণুবাদন করেন আর যখন পথের ধারে দণ্ডায়মান উন্নত দেবগণ তাঁর পাদপদ্মদ্বয়ের আরাধনা করেন, তাঁর সহচর গোপবালকগণ তাঁর মহিমা কীর্তন করে থাকেন। গোখুর উত্থিত ধূলিকণায় তাঁর মালা ধূসরিত হয় আর তাঁর পরিশ্রান্তজনিত বর্ধিত সৌন্দর্য সকলের কাছেই হয় নয়নের উৎসব স্বরূপ। মা যশোদার জঠর হতে উদিত কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সুহৃদগণের বাসনা পূরণে বিশেষ আগ্রহী।

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, এই জায়গায় গোপীগণ তাঁদের বৃন্দাবনের ঘরবাড়ির প্রহরা কক্ষের চূড়ায় আরোহণ করেছেন যাতে কৃষ্ণ যখনই গৃহে ফিরে আসবেন তাঁরা যেন তা দেখতে পারেন। তাঁর পুত্রের ফিরে আসার ব্যাপারে মা যশোদা অত্যন্ত উদ্বিগ্না ছিলেন আর তাই কৃষ্ণ কখন আসবে তা চূড়ায় উঠে দেখবার জন্য সুন্দরী যুবতী গোপীদের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গী গোপীকে তিনি তাঁর কাছে এনেছিলেন। এখানে বোঝা যায় যে, পথের মধ্যে মহান দেবতাগণের দ্বারা তাঁর পাদপদ্ম পূজিত হয়েছিল আর সেজন্য গৃহে ফিরে আসতে কৃষ্ণের কিছুটা দেরি হয়েছিল।

শ্লোক ২৪-২৫

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী ।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে ।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ২৫ ॥

মদ—মদ; **বিঘূর্ণিত**—ঘূর্ণিত; **লোচনঃ**—তাঁর নেত্রদ্বয়; **ঈষৎ**—অল্প পরিমাণে; **মানদঃ**—সসম্ভ্রমে; **স্ব-সুহৃদাম্**—সুহৃদ্‌গণের; **বনমালী**—বনফুলের মালা পরিহিত; **বদর**—বদর ফল তুল্য; **পাণ্ডু**—পাণ্ডুবর্ণ; **বদনঃ**—তাঁর মুখমণ্ডল; **মৃদু**—কোমল; **গণ্ডম্**—তাঁর গাল দুটি; **মণ্ডয়ন্**—বিভূষিত করে; **কনক**—স্বর্ণ; **কুণ্ডল**—তাঁর কানের দুল; **লক্ষ্ম্যা**—সৌন্দর্যে; **যদুপতিঃ**—যদুবংশের অধীশ্বর; **দ্বিরদ-রাজ**—গজেন্দ্রতুল্য; **বিহারঃ**—তাঁর ক্রীড়া; **যামিনী-পতিঃ**—রাত্রির অধীশ্বর (চন্দ্র); **ইব**—মতো; **এষঃ**—তিনি; **দিন-অন্তে**—দিনের শেষে; **মুদিত**—প্রসন্ন; **বক্ত্রঃ**—তাঁর বদন; **উপযাতি**—আগত হচ্ছেন; **দুরন্তম্**—অসীম; **মোচয়ন্**—দূর করেন; **ব্রজ**—ব্রজের; **গবাম্**—গোসমূহের অথবা অনুকম্পিত জনের; **দিন**—দিনের; **তাপম্**—যন্ত্রণাময় তাপ।

অনুবাদ

সুহৃদগণের সম্মান প্রদাতা ঈষৎ মদ বিঘূর্ণিত নয়ন যাঁর, তিনি ফুলমালা পরিহিত এবং তাঁর সুবর্ণ কুণ্ডল শোভায় সুকোমল গণ্ডদেশ বিভূষিত করে বদর-ফল-তুল্য পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলে, রাত্রির অধীশ্বর চন্দ্রের মতো প্রসন্ন বদনে ও গজেন্দ্র গতিতে দিনের তাপ হতে ব্রজের গাভীদের উদ্ধার করে তিনি, কৃষ্ণ সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

গবাম্ শব্দটি সংস্কৃত *গো* শব্দ হতে গঠিত হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে "গাভী" অথবা "ইন্দ্রিয়"। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ফিরে এসে সারা দিন তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য বৃন্দাবনের অধিবাসীদের নয়নের ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়াদির দুঃখ মোচন করলেন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ব্রজ-স্ত্রীয়ঃ**—ব্রজের রমণীগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **কৃষ্ণ-লীলা**—কৃষ্ণ-লীলা; **অনুগায়তীঃ**—অবিরত গান করে; **রেমিরে**—তাঁরা আনন্দ লাভ করতেন; **অহঃসু**—দিবসকালে; **তৎ-চিত্তাঃ**—তাঁদের চেতনা; **তৎ-মনস্কাঃ**—তাঁদের মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে; **মহা**—মহা; **উদয়াঃ**—উৎসব পালন করতেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে বৃন্দাবনের রমণীগণ দিবসকালে অবিরাম কৃষ্ণ-লীলা গান করে আনন্দ লাভ করতেন আর তাঁদের চেতনা ও মন তাঁর প্রতি মগ্ন হয়ে মহোৎসবে পূর্ণ থাকত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, ভগ্নহৃদয় গোপীদের তথাকথিত যন্ত্রণা ছিল প্রকৃতপক্ষে দিব্য পরমানন্দ। জাগতিক স্তরে যন্ত্রণাটি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তা যন্ত্রণাই। কিন্তু চিন্ময় স্তরে তথাকথিত যন্ত্রণাই দিব্য আনন্দের নানা বৈচিত্র্যের অন্যতম। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে লোকে বিভিন্ন স্বাদ ও গন্ধের আইস্‌ক্রীম মিশ্রিত করে এক অপূর্ব স্বাদ-গন্ধের সৃষ্টি করে। তেমনই, দিব্যস্তরে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর ভক্তগণ চিন্ময় আনন্দের স্বাদ-গন্ধকে দক্ষতার সঙ্গে মিশ্রিত করে প্রতিদিন গোপীদের পরিচালনা করতেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কৃষ্ণের বনগমনে গোপীদের বিরহগীতি' নামক পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।